অল্প-স্বল্প গল্প

কাইউম পারভেজ

।। শিক্ষা - তথাপি শিক্ষা ।।

অস্ট্রেলিয়ায় এবারের বাজেট নিয়ে তুমুল হৈ চৈ। সবচে' বেশী যে বিষয় নিয়ে শোরগোল সেটা হলো শিক্ষা এবং চিকিৎসা। ১৯৪০ সনে লেবার সরকার অনুধাবন করলো কেবলমাত্র সামরিক উন্নয়ন এবং গবেষণায় অর্থের জোগান দিলেই চলবে না সাধারণ মানুষকে সমাজ, বিজ্ঞান, চিকিৎসাসহ অন্যান্য কারিগরী শিক্ষায় উৎসাহিত এবং শিক্ষিত করতে হবে। সে লক্ষ্যে বৃত্তিসহ বিনাখরচে লেখাপড়ার উৎসাহ জোগাতে লাগলো সরকার। ১৯৬০ সালে তদানীন্তন ম্যানজিস (Sir Robert Menzies) সরকার গবেষণা এবং স্নাতকোত্তর শ্রেণীর জন্য অর্থ এবং বৃত্তির ব্যবস্থা করলো। ১৯৬৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে সম-মানের লেখাপড়ার সুযোগ করে দিতে সরকার স্থাপন করলো College of Advance Education। তূলনামূলকভাবে অল্প খরচে গতানুগতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে লেখাপড়ার সুযোগ করে দিতেই এই নবতর ব্যবস্থা।

পরবর্তীতে সরকার লক্ষ্য করলো যে শিক্ষার কোন কোন ক্ষেত্রে স্বল্পবেতন আবার কোন কোন ক্ষেত্র রয়েছে অবৈতনিক। সত্তর দশকে এমনই একটি অসামঞ্জস্যতার পাশাপাশি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যাপক আগ্রহের জন্ম নিল টারশিয়ারী শিক্ষার (বিশ্ববিদ্যালয় বা সমমানের) প্রতি । মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষার সে আগ্রহের সমর্থনে ১৯৭৪ সালের ১লা জানুয়ারী তৎকালীন হুইটলামের (Gough Whitlam) লেবার সরকার বিশ্ববিদ্যালয় বা সমমানের শিক্ষাকে সম্পূর্ণভাবে অবৈতনিক করে দিল। এতে করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা যেমন বাড়তে শুরু করলো তেমনি বাড়লো শিক্ষার্থীদের সংখ্যা। এর পরে এক পর্যায়ে সরকার অনুভব করলো যে একেবারে অবৈতনিক করলে সুষ্ঠু শিক্ষা ব্যবস্থা বেশীদিন অটুট থাকবে না তাছাড়া ফ্রি মানেই তো ফ্রি - লেখাপড়ার গরজ এবং গুনগত মানও কমে যাবে। এসব নানান বাস্তবসম্মত দিক বিবেচনা করেই ১৯৮৯ সালে বব হকের লেবার সরকার বিবেচনায় আনলো সরকার এবং শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার খরচে অংশীদারিত্ব থাকতে হবে যাতে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ এবং এর গুণগতমান সমুন্নত থাকে। তাঁরা চালু করলেন Higher Education Contributions Scheme (HECS)। এই HECS এর আওতায় প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ১,৮০০ ডলার ফি দিতে হবে বাকীটা দেবে সরকার। তবে শিক্ষার্থী তার অংশটি তার নির্ধারিত কোর্স শেষে যখন চাকুরী করে একটি নির্দিষ্ট লেবেলে আয় করবে তখন আয়কর বিভাগের মাধ্যমে সে ঋণ শোধ করতে পারবে।

১৯৯৬তে জন হাওয়ার্ডের লিবারাল সরকার এই HECS পুনঃর্বিন্যাস করে তিন স্তরে ভাগ করলো। অর্থাৎ চাকুরী জীবনে যে সকল কোর্সে বেশী আয়ের সম্ভাবনা যেমন মেডিসিন বা ল' সেখানে বেশী বেতন, বেশী HECS। তেমনি অন্যান্য কোর্সে তূলনামূলকভাবে কম। এ সরকার HECS তিন স্তরে ভাগ করেও ক্ষ্যান্ত হয়নি, HECS বাড়িয়ে দিয়েছিলো ৪০ শতাংশ। ওদিকে বিশ্ববিদ্যালয় গুলোকে ক্ষমতা দিয়েছিলো যে তারা চাইলে সীমিত আসন কোটা বাড়িয়ে বেশী ফি নিয়ে শিক্ষার্থী ভর্ত্তি করাতে পারবে যারা HECS এর আওতায় আসবে না কিন্তু বর্ধিত ফি-র পুরো বেতন নগদে পরিশোধ করতে পারবে। এতে করে গরীব মেধাবীরা ক্রমশঃ সুযোগ হারাতে থাকলো আর কম মেধাবীরা অর্থের স্বাচ্ছন্দ্যতার কারণে মেডিসিন বা ল'র মত কোর্সে ভর্ত্তির সুযোগ পেলো অনায়াসে।

২০০৬-এ এসে HECS বিলুপ্ত হয়ে এর নতুন নামকরণ হলো HECS-HELP (Higher Education Contributions Scheme - Higher Education Loan Program)। এ কার্যক্রমে তেমন পরিবর্তন না হলেও এ ক্ষেত্রে স্থির হলো যে শিক্ষার্থীর শিক্ষার পুরো খরচটাই কমনওয়েল্থ শিক্ষার্থীর বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রদান করবে এবং শিক্ষার্থী ক্রমশঃ চাকরীতে নির্দিষ্ট আয়ের সীমায় পৌঁছানোর পর তা পরিশোধ করতে শুরু করবে।

কিন্তু এবারের বাজেট ঘোষণায় সরকার বলছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের ইচ্ছানুযায়ী ফি বাড়াতে পারবে যা শিক্ষার্থীদের উপর প্রকারন্তরে ঋণের বোঝা বাড়াবে এবং মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তদের জন্য শিক্ষার পথ শঙ্কুচিত করে দেবে। অন্যদিকে সরকার চাইছে পাবলিক সেক্টরে শিক্ষার অনুদান কমিয়ে দিয়ে প্রাইভেট সেক্টরে তা বৃদ্ধি করতে। সবচে' মারাত্মক বিষয়টি হলো সম্প্রতি শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন সরকারের বিবেচনায় রয়েছে যে, যে সকল শিক্ষার্থী

তাদের HECS-HELP এর দেনা শোধ করার আগেই মৃত্যুবরণ করবে তাদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে সে অর্থ আদায় করা হবে।

পাঠক আমাদের দেশে সেই কাবুলীআলাদের কথা মনে আছে? একাত্তরের আগে যারা আমাদের দেশে সুদের ব্যবসা করতো! কথিত আছে ওদের কোন ঋণ গ্রহীতা ঋণ পরিশোধের আগেই মারা গেলে কাবুলীরা নাকি তার কবরের উপর গিয়ে লাঠি দিয়ে পেটাতো আর বলতো হাম তো আসলি নেহী মাঙ্গতা মেরা সুদ দে দো। আপনা বেটা কো বোল মেরা সুদ দে নে কে লিয়ে। এ তো দেখছি তারই পুনঃরাবৃত্তি যেন। যাহোক এদেশের শিক্ষার্থীরা তা মেনে নিতে রাজি নয়। শুরু হয়েছে আন্দোলন। মাননীয় ট্রেজারার জো হকি যিনি নিজেই এক সময়ে ফি বাড়ানোর বিরুদ্ধে আন্দেলন করেছেন (যা সম্প্রতি আমরা টিভিতে দেখেছি) সেই তিনিও আজ ক্ষমতায় এসে বলছেন শিক্ষা প্রাইভেটাইজেশনের কথা। সমর্থন দিচ্ছেন শিক্ষার ফি বৃদ্ধির। মানুষ নাকি অতীত থেকে শিক্ষা নেয়। বাস্তবতা থেকে শিক্ষা নেয়। ভাল উদহারণ থেকে শিক্ষা নেয় - নেয় কী? নিচ্ছে কী?

এবার অন্য এক শিক্ষা প্রসঙ্গ। ছয় সপ্তাহ জুড়ে ভারতের ১৬তম নির্বাচন আমরা অবলোকন করলাম। দু এক জায়গায় মাও'বাদীদের সন্ত্রাস ছাড়া আর কোথাও তেমন কোন গোলযোগ, ব্যালটবাক্স ছিনতাই, নির্বাচন স্থগিত বা সূক্ষ্ম-অসূক্ষ্ম কারচুপি হতে দেখিনি বা শুনিনি। কোন পক্ষই তেমন দাবিও করেননি। নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ফলাফল ঘোষণার আগেই ক্ষমতাসীন কংগ্রেস পরাজয় মেনে নিয়ে বিজয়ী বিজেপি মোর্চ্চাকে অভিনন্দন জানালো। বিজয়ীদের বিজয় উল্লাসের উৎসব-মিছিলে কোন বোমা হামলা গোলাগুলির কথাও শুনিনি। এরপর এলো শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান। নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সকলকে সে অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানালেন। দলীয় নেতানেত্রী কর্মী এমনকি সেই চা-বিক্রেতাও যিনি প্রথম তাঁর নমিনেশনের প্রস্তাবক- তাঁকেও। যাদের সাথে মূল লড়াই সেই কংগ্রেসের সোনিয়া গান্ধী থেকে শুরু করে তাঁদের মোর্চ্চার সবাই এবং পরাজিত প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং-ও আমন্ত্রিত হয়েছেন। এবং তাঁরা সবাই এসেছিলেন শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে মোদীকে অভিনন্দন জানাতে। কী অপূর্ব এক দৃশ্য (আমাদের দেশে এমন দৃশ্য কী ভাবা যায়?)। অপূর্ব এক রাজনৈতিক নিষ্ঠা। এখান থেকে আমাদের দেশের রাজনীতিবিদদের কিছু শেখার আছে বৈকি। আমরা যখন বলিউডের ছবি অনুকরণে ব্যস্ত, হিন্দী গানের সুর নকলে অভ্যস্ত, চব্বিশ ঘন্টা ভারতীয় টিভি চ্যানেলে ডুবে থাকতে থাকতে ক্লান্ত, হিন্দী গানহীন জীবন অসম্ভব এমন এক কুহকে আবদ্ধ তখন কেন ওদের কাছ থেকে রাজনীতির শিক্ষাটা অনূকরণ করতে পারি না? আমরা কবে রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হবো?

আমার আজকের কলাম পড়ে বোধকরি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। থাক্, তবে একটা গল্প বলি। এক রাজার দুই ছেলে। বড়টি স্বাভাবতই একটু বোকা। ছোটটি তেমনি চালাক। ওদের সব কিছুতেই আগ্রহ কেবল লেখাপড়া ছাড়া। রাজা ভীষণ চিন্তিত। বহু গৃহ শিক্ষক এলো গেলো। ওরা তাদের পিটিয়ে বিদায় করে দেয়। তো একদিন এক শিক্ষক এসে রাজাকে বললো রাজা মশাই - আমাকে একটা সুযোগ দিন। হতাশার সুরে রাজা বললেন কতোই এলো গেলো তুমি আর নতুন কিইবা করবে। দেখো চেষ্টা করে।

যাহোক রাজার নির্দেশে ছেলেদের ডাকা হলো। পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো নতুন শিক্ষকের সঙ্গে। শিক্ষক শুরুতেই বললেন - শোন কুমাররা আমার কাছে কোন লেখাপড়ার কারবার নেই। আমরা শুধু খেলবো গল্প করবো আর ঘুরে বেড়াবো। কুমারদ্বয় বললো তা হলে আপনি সারাজীবন আমাদের বাড়ীতে থাকবেন। একদিন শিক্ষক কুমারদের বললেন চল আমরা আজকে শিকারে যাই। সারাদিন শিকার শেষে শিক্ষক বললেন কয়েকটি তো পাখি শিকার হলো। দেখা যাক তাহলে সর্বমোট কয়টি হলো - বলে বড় কুমারকে শুধালেন তুমি কয়টি পেয়েছো। বড় কুমার বললো ৩টি। বেশ, ছোট কুমার কয়টি পেলো? ছোট কুমার বললো ৪টি। আর আমি পেয়েছি ৬টি তাহলে আজকে আমরা সব মিলিয়ে মোট কয়টি শিকার পেলাম? বড় কুমার ঝট করে বলে দিলো ১৩টি। ছোট কুমার চেঁচিয়ে বললো - বড় কুমার ঐ দেখো এই শালার মাষ্টার কিন্তু অংক শেখাচ্ছে।

শিখতে না চাইলে কেউ কি জোর করে শেখাতে পারে? না কুমারকে না শিক্ষার্থীকে না রাজনীতিবিদকে।

শামীম ওসমান, হাজারী হুজারী, আমান নোমান, লালু দুলু দিয়ে আর কতদিন? রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত রাজনীতিবিদদের অপেক্ষায় আজকের বাংলাদেশ।